দৈনিক ইত্তেফাক 214

27 JUN 1987

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪ বঃ

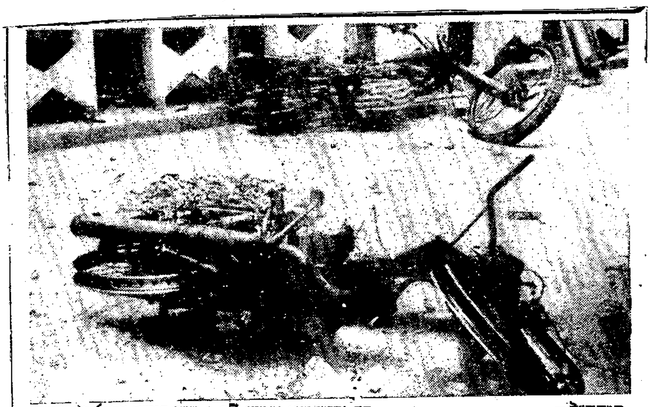

গতকাল সূর্যসেন হলের সামনে ৩টি হোণ্ডা পোড়ানো হয় —ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অস্ত্রের খেলা ॥ বোমাবাজি ॥ অগ্নিসংযোগ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অস্ত্রের খেলা শুরু হইয়াছে। ইতিপূর্বে বিবদমান গ্রুপ দুইটি আবার সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে। বৃহস্পতিবার রাত্রে ঘটনার সূত্রপাত শেষে গতকাল (শুক্রবার) এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উভয় গ্রুপের সংঘর্ষে প্রায় শতাধিক রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করা হয়। এই গুলীবর্ষণের ঘটনায় হালকা মেশিন গান, কাটারাইফেল, ষ্টেনগান, পিস্তল ব্যবহার করা হইয়াছে। ঘটনায় ৪ জন ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মী আহত হয়। সংগঠনসূত্রে জানা যায়, নিরাপত্তার খাতিরে তাহাদেরকে বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হইয়াছে। এই ঘটনায় ৫টি হোণ্ডায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ সভায় এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিকালে সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ সম্বলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাতে ভিসি এই সিদ্ধান্ত কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখেন। আজ সকাল ১০টায় সিণ্ডিকেট আবার বৈঠকে বসিবে, এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হইতেছে এই খবরে এবং ক্যাম্পাসে ভীতির কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রী হল ত্যাগ করিয়াছে। অনেকে সঠিক সংবাদ জানার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত ইত্তেফাকে টেলিফোন করে। ক্যাম্পাসের বাহিরে পুলিশ কড়া পাহারায় রহিয়াছে। এ ব্যাপারে জানার জন্য গভীর রাত্র পর্যন্ত ভিসিসহ অনেককে টেলিফোনে পাওয়া যায় নাই।

একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নাই, সেইহেতু ক্লাস ও

(শেষপৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

পরীক্ষা যথারীতি চালু থাকিবে। ভিসির বাসভবনে একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করার জন্য মিছিল করিয়া অবস্থান নিয়াছে বলিয়া জানা যায়। পুলিশ ক্যাম্পাস ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্র সাড়ে দশটায় সূর্যসেন হলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। 'নির্বাচনে গেল যারা জাতীয় বেঈমান তারা' এই শ্লোগান দিতে দিতে একটি গ্রুপ হঠাৎ করিয়া সূর্যসেন হল এলাকায় গুলী ছুঁড়িতে শুরু করে। এই সময় ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মীদের কক্ষে হামলা চালানো হয়। পরে তাহারা গুলী বর্ষণ করিতে করিতে মোহসীন হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের কক্ষে চড়াও হয়। রাত্র পৌনে এগারটায় এই ঘটনায় সারা হল এলাকায় আতংকের সৃষ্টি হয়। হলের ১৩টি কক্ষের জিনিসপত্র নীচে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের অনেকে অনার্স পরীক্ষার্থী বলিয়া জানা গিয়াছে। একই সময়ে তাহাদের একটি অংশ সূর্যসেন হলের সামনে ৩টি হোণ্ডা পোড়ায়।

অতর্কিত আক্রমণে ছাত্ররা হল ত্যাগ করিয়া জহুরুল হক ও ভিসির বাসভবন এলাকায় অবস্থান নেয়। এ পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে বেশকয়েক রাউণ্ড গুলী বিনিময় হয়। রাত্র আড়াইটার সময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে একদল ছাত্র আর একটি হোণ্ডা পোড়ায়। এই সময় একদল ছাত্র কয়েকজন আবাসিক শিক্ষকের বাস ভবনেও হামলা করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

হল হইতে বিতাড়িত ছাত্ররা সারারাত ভিসির বাসভবনে অবস্থানকালে ভিসির কাছে ঘটনার বিচার দাবী করে। ভিসির সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক এক সভায় গতকাল (শুক্রবার) পূর্বাহ্নের মধ্যে ঘটনার একটি সন্তোষজনক সমাধানের আশ্বাস দেন।

গতকাল সকালে ঘটনা পর্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করা হয়। সকাল ১১টায় পরিষদের সভা শুরুর কিছু পরে শান্ত ক্যাম্পাসে হঠাৎ করিয়া আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। জানা যায়, পরিষদের সভায় একটি ছাত্র সংগঠনের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইতেছে সংবাদ পাইয়া সূর্যসেন, মোহসীন হলের দিক হইতে একটি মিছিল অতর্কিত-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

দুপুর আড়াইটায় ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশ করে। তাহারা ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান নেয় এবং একটি বড় দল ভিসির বাসভবনের সামনে টহল দেওয়া শুরু করে। এই সময় ক্যাম্পাসে প্রবেশের সকল রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া মোড়ে মোড়ে টহল পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ছাত্রলীগ (মু-না) এক সংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সানাউল নীরুসহ ৭ জন ছাত্রদল কর্মীকে দায়ী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করিয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়। ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে এই ঘটনা ঘটানো হইয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গতকালের ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় বলা হয়, ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর আক্রমণকালে নেতৃত্ব দিয়াছে মুখোশ আটা, মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা সশস্ত্র মুখচেনা দুষ্কৃতিকারীরা। তাহাদের হাতে ছিল স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র, এস, এম, জি, চাইনীজ রাইফেল, কাটা রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, হাতবোমা, রামদা, ছোরা ইত্যাদি।

২২টি ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ

২২টি ছাত্র সংগঠন যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী তৎপরতার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। যুক্ত বিবৃতিতে অস্ত্রবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান এবং সন্ত্রাসের সহিত জড়িতদের কঠোর শাস্তি দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানানো হয়। ২২টি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ইতিপূর্বে ঘোষিত ৩০শে জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অবস্থান ধর্মঘট ও ১লা জুলাইয়ের ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী অপরিবর্তিত থাকিবে।